অর্থায়নের উৎস
Sources of Finance

ইউনিট ২

ভূমিকা

তহবিল সংগ্রহ, এর ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনকে অর্থায়ন বলে। অর্থায়নের বিভিন্ন উৎসের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে ফলে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে তহবিল সংগ্রহ করা উচিত। যেকোনো ব্যবসায় শুরু করার জন্য এবং দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার উৎস নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ উৎসের ধরণ অনুযায়ী অর্থায়নের খরচ এবং মেয়াদভিত্তিক পার্থক্যেও কারণে সুবিধা-অসুবিধাও গুলো ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎসের মধ্যে তুলনা করে তহবিলের উৎসের সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানকারী ও ন্যূনতম খরচযুক্ত উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে। তহবিল বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। সুতরাং মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চকরণে তহবিল উৎসের খরচ ন্যূনতম হওয়া আবশ্যক। এই ইউনিটে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং উৎসের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১: অর্থায়নের উৎসের ধারণা, উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পাঠ-২.২ : অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ - স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি

মূখ্য শব্দ	অর্থায়নের উৎস, স্বল্পমেয়াদি উৎস, মধ্যমেয়াদি উৎস ও দীর্ঘমেয়াদি উৎস, অভ্যন্তরীণ তহবিল বহিস্থ:তহবিল।

পাঠ-২.১ অর্থায়নের উৎসের ধারণা, উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থায়নের উৎসের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থায়নের উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

অর্থায়নের উৎসের ধারণা

যে কোন ব্যবসায় শুরু করার জন্য যে তহবিলের প্রয়োজন হয় তা বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে। আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থ সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করেন এবং এসব উৎস সমূহের সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করে অর্থ সংগ্রহ করেন। মেয়াদের উপর ভিত্তি করে অর্থায়নের উৎস সমূহকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ বা তার যোগানকে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলে। এই অর্থ দিয়ে ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজন মেটানো হয় যেমন: উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রদান এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও বাজারজাতকরণের খরচ মিটানোর জন্য যে চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয় তাকে বুঝায়।

এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত অর্থ বা তহবিলকে মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন বলা হয়। সাধারনত স্থায়ী চলতি সম্পদ এবং স্থায়ী সম্পদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদি উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। যেমন- উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সর্বনিম্ন পরিমাণ মজুদপণ্য সবসময় সংরক্ষণ করতে হয়। সর্বনিম্ন মজুদপণ্য চলতি সম্পদ হলেও স্থায়ী সম্পদের মতো ব্যবহৃত হয়। তাই স্থায়ী চলতি সম্পদের অর্থায়নের জন্য মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন হয়।

পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি উৎসের তুলনায় বেশি হয় এবং এই তহবিল বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ হলো সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ঋণপত্র ইত্যাদি।

উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে। অর্থাঢনের উৎস নির্বাচনের সময় বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ, প্রয়োজনের ধরন, তহবিল সংগ্রহের খরচ, প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। তহবিল সংগ্রহের উৎস নির্বাচনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক) ব্যবসায়ের ধরন: সাধারনত একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিকের নিজস্ব সঞ্চয়, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হতে গৃহীত ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। অনেক সময় ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানি হতেও ঋণ নেওয়া হয়। অন্যদিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করে বেশিরভাগ তহবিল সংগ্রহ করে।

খ) অর্থায়নের প্রয়োজনের ধরন: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: ভূমি, দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি, কলকব্জ ইত্যাদি ক্রয় করতে চায়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি উৎস যেমন: শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু, লিজ গ্রহণ, ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি উৎস থেকে অর্থায়ন করতে পারে। অন্যদিকে যদি কাঁচামাল ক্রয়, বেতন ও মজুরি প্রদান, বাড়িভাড়া প্রদান ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থেও প্রয়োজন হয়, তাহলে বাকিতে ক্রয়, প্রাপ্য বিল জামানত, ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন ইত্যাদি উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

গ) তহবিলের খরচ: তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এর খরচ বহন করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকৃত তহবিল হতে অর্জিত আয় ও তহবিলের সংগ্রহের খরচের মধ্যে তুলনা করে সে উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে, যার খরচ সবচেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উঃপাদন বৃদ্ধি করার জন্য একটি নতুন মেশিন ক্রয় করতে চায়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার ইস্যু কওে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু শেয়ারের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হলে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়, যা এ উৎসটির খরচ। অথবা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। ফলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সুদসহ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ফলে এ উৎসটিও অনেক ব্যয়বহুল। এক্ষেত্রে দু'টি উৎসের মধ্যে যেটির খরচ কম, সেই উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

ঘ) জামানতযোগ্য সম্পত্তির অপ্রতুলতা: নতুন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থায়ী সম্পদ জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় জামানতযোগ্য স্থায়ী সম্পদ থাকে না। আবার নতুন কোম্পানির পক্ষে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করেও তহবিল সংগ্রহ অনেকটা অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন হলে লিজিংয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা অধিকতর যুক্তিসংগত হবে।

ঙ) উৎসের ঝুঁকি বিবেচনা: প্রতিটি ঋণের সাথে ঝুঁকি বিদ্যমান। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান জামানতযুক্ত ঋণ গ্রহণ করে, তবে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সিকট স্থায়ী সম্পত্তি জামানত হিসাবে বন্ধক রাখতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে জামানতকৃত সম্পত্তি বিক্রি করে ঋনের অর্থ ও সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য।তাই তহবিলের উৎস নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট উৎসের আনুষঙ্গিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অর্থায়নের উৎসসমূহের ধারণা এবং উৎস নির্বাচনে বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয় সমূহ বিবেচনা কওে তুমি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহ করে তুমি তোমার শিখণকার্যটি ঝালাই করে নেও।

সারসংক্ষেপ :

আর্থিক ব্যবস্থাপক অর্থ সংগ্রহের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করেন এবং এসব উৎস সমূহের সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করে অর্থ সংগ্রহ করেন। মেয়াদের উপর ভিত্তি করে অর্থায়নের উৎস সমূহকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তহবিল সংগ্রহের উৎস নির্বাচনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো: উৎসের ঝুঁকি বিবেচনা, জামানতযোগ্য সম্পত্তির অপ্রতুলতা, তহবিলের খরচ, অর্থায়নের প্রয়োজনের ধরন ও ব্যবসায়ের ধরন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি অর্থায়নের উৎস?

ক. স্বল্পমেয়াদি খ. মধ্যমেয়াদি গ. দীর্ঘমেয়াদি ঘ. উপরের সবগুলো

২। এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ বা তার যোগানকে কী বলা হয়?

ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন গ. মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন ঘ. কোনটিই না

৩। এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত অর্থ বা তহবিলকে কী বলা হয়?

ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন গ. মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন ঘ. কোনটিই না

৪। পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে কী বলা হয়?

ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন গ. মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন ঘ. উপরের সবগুলো

৫। অর্থায়নের উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ হলো:

ক. ব্যবসায়ের ধরন খ. উৎসের ঝুঁকি বিবেচনা গ. তহবিলের খরচ ঘ. উপরের সবগুলো

পাঠ-২.২ অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ-স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের উৎসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দীর্ঘমেয়াদি অর্থাযনের উৎসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন মেয়াদি অর্থায়নের সুবিধা-অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

অর্থায়নের উৎসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তহবিলের দুটি ভিন্ন উৎস থাকে। তহবিলের মেয়াদিওে উপর ভিত্তি করে এসব উৎসসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

১. স্বল্পমেয়াদি উৎস
২. মধ্যমেয়াদি উৎস
৩. দীর্ঘমেয়াদি উৎস।

এই তিন ধরণের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. স্বল্পমেয়াদি উৎস: স্বল্পমেয়াদ বলতে সাধারনত এক বছরের কম সময়কে বুঝানো হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ তহবিল স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কিছু সুবিধা থাকে। যেমন:

প্রথমত, স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে অর্থ সংস্থানের খরচ তুলনামূলকভাবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উভয়ই হতে পারে। যেমন: স্বল্পমেয়াদে বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করা হলে তুলনামূলকভাবে সুদের হার বেশি প্রদান করতে হয়। আবার বিভিন্ন ঋণমুক্ত উৎস যেমন: বাকিতে পণ্য ক্রয়, বকেয়া বেতন ও মজুরির মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প সময়ের জন্য অর্থের সংস্থান করতে পারে। যার কোনো মূলধনি খরচ নেই।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটি সহজ এবং দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা যায়।

তৃতীয়ত, যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য দ্রব্যের চাহিদা অতি দ্রুত পরিবর্তন হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের স্বল্পরময়াদি পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। যেমন: ফ্যাশন হাউসগুলোর পণ্যেও চাহিদা দ্রুত পরিবর্তন হয় তাই পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, ফলে কম পরিমাণে উৎপাদন করা হয় এবং এদের অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণও কম হয়। এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে অর্থসংস্থান করা সুবিধাজনক।

স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎসগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এসব উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

ক) বাণিজ্যিক পত্র: সাধারনত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে মুনাফাসহ আসল অর্থ ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper) বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয়ে জামানত হিসাবে কাজ করে। যে সকল ব্যক্তির সাময়িক সময়ের জন্য কিছু অব্যবহৃত অর্থ থাকে, তারা এই

বাণিজ্যিক পত্র ক্রয় করে থাকে। সাধারণত খ্যাতিমান ব্যক্তি, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা কোম্পানি, পেনশন তহবিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে সাময়িক সময়ের জন্য অর্থায়ন করে।

খ) প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ: সাধারনত বাকিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্য বিল সৃষ্টি হয়। যখন কোন প্রতিষ্ঠান বাকিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে নির্দিষ্ট মেয়াদ (সাধারণত তিন মাস) শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পণ্যদ্রব্য ক্রয় বাবদ পরিশোধ করবে তাহলে এই দলিলকে বিনিময় বিল বলা হয়। বিক্রেতার কাছে এটি প্রাপ্য বিল হিসেবে গণ্য হয়। এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে বাট্টা করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একজন ক্রেতা ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে ৭৫,০০০ টাকার পণ্যদ্রব্য বাকিতে ক্রয় করে বিক্রেতাকে বিনিময় বিল নামক দলিলে এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে বিক্রেতাকে ৭৫,০০০ টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। কিন্তু জানুয়ারি মাসে বিক্রেতার যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন বিক্রেতা এটিকে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করে বিনিময় বিলের সমমূল্য হতে কিছু কম যেমন: ৭৫,০০০ টাকার বিলে ৫% বাট্টার হারে ৭১,২৫০ টাকা নগদ সংগ্রহ করতে পারে।

গ) প্রদেয় বিল: উপরের উদাহরণে বিনিময় বিল বিক্রেতার দৃষ্টি কোন থেকে প্রাপ্যবিল কিন্তু ক্রেতার দৃষ্টি কোন থেকে প্রদেয় বিল। এটিও একটি স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল ও উৎপাদন সামগ্রী বাকিতে ক্রয় করে, তখন সাময়িক সময়ের জন্য অর্থসংস্থান হয়।

ঘ) স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ: জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণ স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পরে সুদসহ আসল একসাথে পরিশোধ করতে হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান অর্থায়নের বিকল্প উৎস হিসেবে স্বল্প খরচে এই উৎস ব্যবহার করে থাকে। স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণের আরেকটি উৎস হলো ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন। সব প্রতিষ্ঠানই মূলত চলতি হিসাবের মাধ্যমে পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধ করে থাকে। এ ধরনের ব্যাংক হিসাব সাধারণত প্রতিষ্ঠানকে জমার অতিরিক্ত উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে, তবে জমার অতিরিক্ত উত্তোলনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যাংক সীমাবদ্ধ করে দেয়।

ঙ) ক্ষুদ্র ঋণ: সাধারণত কৃষিনির্ভর ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের ঋন প্রদান করা হয়। যেমন: কৃষি উপাদান ক্রয়, কুটির শিল্প ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারি বা খামার পরিচালনা ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংক, যুব উন্নয়ন ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক এ ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে।

২. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস

ক) ক্রেতার নিকট হতে অগ্রিম গ্রহণ: বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করার পূর্বেই ক্রেতার নিকট হতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাবদ অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে তখন তাকে ক্রেতা হতে অগ্রিম গ্রহণ বলে। যেমন-রড বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় রড সরবরাহের পূর্বেই ক্রেতার নিকট হতে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং পরে তা সরবরাহ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ রড উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সালের ৩১ শে জুলাই তারিখে রড সরবরাহ করবে, কিন্তু ক্রেতার নিকট হতে রডের মূল্য বাবদ ১ লা এপ্রিল তারিখে অগ্রিম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে রড উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান ৪ মাসের জন্য অর্থায়নের সুযোগ পেয়েছে। যদি সে ব্যাংক বা অ্য কোন উৎস হতে ৪ মাসের জন্য ঋণ গ্রহণ করতো তাহলে তাকে ঋণের জন্য ৪ মাসের সুদ দিতে হতো। সুতরাং ক্রেতার নিকট হতে অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে ও স্বল্পময়াদি অর্থায়ন করা যায়।

খ) মজুত মাল বন্ধকীকরণ: স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংস্থানের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মজুদপণ্য ব্যবহার করা যায়। মজুদ পণ্য বন্ধকীকরণ বলতে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট মজুদ পণ্য বন্ধক রেখে স্বল্পমেয়দি ঋন গ্রহণকে বুঝায়। কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়নের জন্য কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে তার মজুদপণ্য জামানত বা বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করাকে মজুদ মালের মাধ্যমে অর্থসংস্থান বলা হয়। এ ধরনের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত মজুতপণ্যের উপর ঋণদাতার নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার বজায় থাকে। মজুদ পণ্য বলতে কাঁচামাল, আংশিক উৎপাদিত দ্রব্য এবং উৎপাদিত দ্রব্য এই তিনটি উপাদানকে বুঝায়। ব্যাংক মজুদ পণ্য বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের মজুদ পণ্যকে জামানত হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। যে সকল পণ্য সহজে ও কম সময়ে বিক্রয় করে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক বেশি পরিমাণ ঋণ দিয়ে থাকে। আবার পণ্যের স্থায়িত্ব বা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যত কম হবে ঐ পণ্য ঋণদাতার নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

গ) গ্রাম্য মহাজন: গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তিরা স্বল্পমেয়াদে দরিদ্র ব্যক্তিদের সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ঋণ গ্রহীতাকে বড় অংকের সুদ প্রদান করতে হয়। গ্রাম্য মহাজনরা প্রদত্ত ঋণের উপরে দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক ভিত্তিতে সুদ গণনা করে থাকে। এভাবে গ্রাম্যমহাজনশ্রেণি স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. মধ্যমেয়াদি অর্থসংস্থান

এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত তহবিলকে মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন বলে। একটি প্রতিষ্ঠান মধ্যমেয়াদি তহবিল ব্যবহার করে ব্যবসায়ের চলমান মূলধনের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন মিটানো হয়। এই তহবিলের খরচ স্বল্পমেয়াদি তহবিলের খরচ চেয়ে বেশি এবং দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের খরচ হতে কম হয়ে থাকে। নিচে এ উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তক নির্ধারিত সুদের হার ও ঋণের চাহিদা বিচার-বিশ্লেষণ করে সুদেও হার ধার্য করে। সাধরনত ব্যাংক ঋণ বলতে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে জামানতবিহীন বা জামানতযুক্ত অর্থ ঋণ প্রদান করাকে বুঝায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এরূপ স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

খ) বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান: সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে বিশেষ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো মূলত শিল্প, কৃষি, পাটজাত পণ্যদ্রব্য, কুটিরশিল্প ইত্যাদি খাতের উন্নয়নের স্বার্থে নিয়োজিত থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট খাতে অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে ও কম সুদে অর্থায়ন করে থাকে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে মধ্যমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক এন.জি.ও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন: ব্রাক, আশা, প্রশিকা, মাইডাস, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ শক্তি প্রভৃতি এন.জি.ও হিসেবে ব্যবসায় করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান তহবিল সংগ্রহ ছাড়াও পরামর্শদান, প্রশিক্ষণ দান, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি ব্যাপারেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে থাকে। অন্যদিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও এ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান পছন্দ করে কারণ এদের ঋণের শর্তসমূহ সহজ ও সুবিধাজনক।

ঘ) মূলধনি বাজারের প্রতিষ্ঠান: মধ্যমেয়াদি তহবিলের আরেকটি উৎস হচ্ছে মূলধনী বাজার প্রতিষ্ঠান যেগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে মধ্যমেয়াদি অর্থ সরবরাহ করে। যেমন: লিজিং কোম্পানি, বিমা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ ব্যাংক, অর্থ মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (অবলেখক) ও মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকেও ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন মেটায়। এ সকল তহবিলের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে সুদের হার কম এবং ঋণের ক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি বন্ধক দিতে হয় না।

ঙ) পেনশন ও প্রভিডেন্ট তহবিল: পেনশন ও প্রভিডেন্ট তহবিল মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের আরেকটি অন্যতম উৎস। বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কমকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রভিডেন্ট তহবিল ও পেনশন তহবিলে তাদের বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হয়। পরবর্তীকালে এসব প্রতিষ্ঠান তহবিল সংক্রান্ত বিধি বিধানের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে এরূপ তহবিলে জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মধ্যমেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান কওে থাকে।

৩. দীর্ঘমেয়াদি তহবিল

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ হচ্ছে ৫ বছর থেকে উর্ধ্বে যেকোনো সময়কাল। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি উৎসের তুলনায় বেশি হয় এবং এই তহবিল বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি যেমন: ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। নিচে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস সমূহ আলোচনা করা হলো:

ক) ব্যাংক ঋণ: দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলো ব্যাংক ঋণ। দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায় সম্পদ যেমন: ভূমি, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে অর্থায়ন করা হয়। দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠানের আয়, সুনাম, স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ, অতীত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ সম্পর্কে

তথ্যাবলি বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া হয়। যেমন: ব্যবসায়ের পরিসর বৃদ্ধি, কারখানা নির্মাণ, দালানকোঠা নির্মাণ, বৃহৎ যন্ত্রাতি ক্রয় ইত্যাদি।

খ) ঋণপত্র: ঋণপত্র হলো দীর্ঘয়োদি ঋণের দলিল যা বিক্রয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয়। এটি শেয়ারের একটি বিকল্প ব্যবহৃত হয়। এটিতে সুদের হার উল্লেখ থাকে যে হারে ঋণপত্র ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠান এর ক্রেতাকে সুদ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। সাধারনত পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য ঋণ নেয়া হয়। ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থায়নের অন্যতম সুবিধা হলো দীর্ঘমেয়াদে সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত ও স্থির থাকে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপক দক্ষতার সাথে অর্থায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

গ) লিজিং: লিজিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করা যায়। লিজিং হলো লিজ দাতা ও লিজ গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সম্পদ দীর্ঘসময়ের জন্য ব্যবহার করার একতচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানে যদি দালান কোঠা, জমি, ব্যয়বহুল মেশিন, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তখন সেগুলো সরাসরি ক্রয় না করে লিজিং এর মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হয় না বরং একটি নির্দিষ্ট হারে ভাড়া (সুদের মতো) প্রদানের বিনিময়ে লিজকৃত সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার অর্জিত হয়। লিজিংয়ের ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে হয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উৎসসমূহ চিহ্নিত কর এবং একটি প্রতিষ্ঠান কিভাবে এসব উৎস থেকে অর্থায়ন করে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ :

সাধরণত স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলতে এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ বা তার যোগানকে বুঝায়। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ হলো: বাণিজ্যিক পত্র, প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ, প্রদেয় বিল, স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি এবং এর অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ হলো- ক্রেতার নিকট হতে অগ্রিম গ্রহণ, মজুত মাল বন্ধকীকরণ ও গ্রাম্য মহাজন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি। মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ হলো: বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মূলধনি বাজার প্রতিষ্ঠান ও পেনশন ও প্রভিডেন্ট ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলতে ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে বুঝায়। এর উৎসসমূহ হলো: ব্যাংক ঋণ, ঋণপত্র ও লিজিং ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অর্থায়নের উৎসসমূকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. স্বল্পমেয়াদি খ. মধ্যমেয়াদি গ. দীর্ঘমেয়াদি ঘ. উপরের সবগুলো

২। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
ক. বাণিজ্যিক পত্র খ. স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ
গ. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ ঘ. উপরের সবগুলোই

৩। মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কোনটি?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ খ. মূলধনি বাজার প্রতিষ্ঠান ও পেনশন ও প্রভিডেন্ট
গ. বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঘ. উপরের সবগুলোই

৪। পাঁচ বছরের অধিক সময়ের জন্য অর্থায়ন করা হলে তাকে কী বলে?
ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন খ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন
গ. মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন ঘ. উপরের সবগুলো

৫। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কোনটি?
ক. ব্যাংক ঋণ ও ঋণপত্র খ. বাণিজ্যিক পত্র গ. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ ঘ. প্রদেয় বিল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন কী?
২. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কী?
৩. স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ কী?
৪. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ কী?
৫. বাণিজ্যিক কাগজ বা দলিল কী?
৬. মজুদপণ্য বন্ধকীকরণ কী?
৭. মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন কী?
৮. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কী?
৯. ব্যাংক ঋণ কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কিভাবে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করুন।
২. স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস সমূহের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব আসলাম দীর্ঘদিন ধরে লুঙ্গি ব্যবসায় সাথে জড়িত। তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন উৎস হতে অল্প সময়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতেন। কিন্তু তিনি বর্তমানে তার ব্যবসায় সম্প্রাসারন করে কাপড়ের ব্যবসায় শুরু করার চিন্তাভাবনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি নরসিংদিতে একটি পুরাতন ফ্যাক্টরি ১৫০টি মেশিনসহ দীর্ঘ ১২ বছরের জন্য নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন।
   ক. অর্থায়নের উৎসসমূহ কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
   খ. ব্যবসায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
   গ. বর্তমানে জনাব আসলাম সাধারণত ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন ধরনের তহবিলের সহায়তায় আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন?
   ঘ. তুমি কি মনে কর যে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করার জন্য জনাব আসলামের অন্যান্য উৎসেরও শরণাপন্ন হতে হবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২. দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর আকবর আর লেখাপড়া করতে পারেনি। পরবর্তীকালে কোথাও চাকরি না পেয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায় করতে উৎসাহিত হয়। আর্থিক সমস্যা নিরসনে তিনি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হন।
   ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
   খ. এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত তহবিলকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
   গ. আকবরকে সাহায্যকারী সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করুন।
   ঘ. আকবরের মতো যুবসমাজকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কী ভূমিকা পালন করতে পারে? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ :	১. ঘ	২. ক	৩. গ	৪. খ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ :	১. ঘ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক